بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৮ নভেম্বর, ২০২৪ মোতাবেক ০৮ নবুয়্যত, ১৪০৩ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন,

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

অর্থাৎ, **যারা নিজেদের ধনসম্পদ রাতে এবং দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তাদের পুরস্কার তাদের প্রভু-প্রতিপালকের সন্নিধানে নির্ধারিত রয়েছে। আর তাদের কোনো ভয় নাই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।** (সূরা বাকারাঃ ২৭৫)

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আহমদীয়া জামা'ত তাঁর এই নির্দেশ অনুসারে আর্থিক কুরবানীতেব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে অংশ নিয়ে থাকে। জামা'তের বিভিন্ন চাঁদার খাত রয়েছে। যেমন লাযেমী চাঁদা রয়েছে, চাঁদা আম, ওসীয়্যতের চাঁদা ইত্যাদি। এরপর তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াকফে জাদীদের বিভিন্ন তাহরীক রয়েছে। সর্বত্র যেখানেই প্রয়োজন দেখা দেয় আহমদীয়া জামা'তের সদস্যরা নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে আর্থিক কুরবানী করে থাকে।তারা গোপনেও আর প্রকাশ্যেও কুরবানী করে থাকেন। তাদের কোনো ভয় থাকে না যে,তারা কোনো আর্থিক অসচ্ছলতার সম্মুখীন হবেন। বর্তমান যুগে বিশ্ববাসী যেখানে জাগতিক ভোগবিলাসে মত্ত এবং সম্পদ একত্রিত করার কাজে মগ্ন, সেখানে একমাত্র আহমদীরাই উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে আর্থিক কুরবানী করেন; এমনটি করে তারা আনন্দের বহিঃপ্রকাশ করে থাকে। কিছু মানুষ আছে যারা গোপনে কুরবানী করে আর এটিও বলে যে, তাদের এই কুরবানীর কথা যেন কেউ না জানে। আহমদীয়া জামা'তের অধিকাংশ সদস্য স্বল্প ও মধ্যম আয়ের। তবে যেমনটি আমি বলেছি, অসাধারণ কুরবানীকারী মানুষও আছেন এবং (তারা) কখনো এমন মনোভাব প্রকাশ করেন না যে, জামা'ত কেন এত বেশি কুরবানীর খাত খুলে রেখেছে যেখানে আমাদের আয় সীমিত; (আমরা) কোথা থেকে দেবো! বরং তারা আন্তরিক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে এসব কুরবানী করে থাকেন। আমি জানি, কোনো কোনো মানুষ এমনও আছেন যারা অনেক বড়ো কুরবানী করেও– বরং এভাবে বলা উচিত, নিজেদের পেট কেটে, নিজেদের পানাহারে সাশ্রয় করে, নিজেদের সন্তানদের খরচপত্র সীমিত করে– এসব কুরবানী করেন। তাদের কখনো মনে হয় না অথবা তারা কখনো একথা বলেন নি যে, আমরা এসব ত্যাগস্বীকার করছি তথাপি আমাদের ওপর কেন এত বোঝা চাপানো হচ্ছে? আমাদেরও অমুক কাজের জন্য প্রয়োজন রয়েছে, আর এখন যেহেতু আমাদের প্রয়োজন পড়েছে তাই জামা'ত আমাদের সাহায্য করুক। কখনো কোনো প্রকার খোঁটা দেয় না। প্রয়োজন পড়লেও খুবই সংকোচ ও বিনয়ের সাথে নিজের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে, আর তা-ও ঋণ হিসেবে চায়।

আবার কোনো কোনো মানুষ কুরবানী করার জন্য একটি কৌটা বা মাটির ব্যাংক আলাদা করে রাখে, প্রতি বছর কিংবা যখনই কোনো আয় হয়, যেখান থেকে যখনই কোনো অর্থ আসে– তারা তাতে (কৌটায়) রাখতে থাকে। আর এভাবে বছর শেষে তা একত্রিত করে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যখন তাহরীকে জাদীদের তাহরীক করেন, তখন তিনি সাদাসিধে জীবনযাপনের আহ্বান জানিয়েছিলেন আর তিনি (রা.) বলেছিলেন, সাদাসিধে জীবনযাপন করে নিজেদের অর্থ সঞ্চয় করো আর সেই অনুপাতে ব্যয় করো। এজন্য অনেক এমন মানুষ রয়েছে যারা নিজেরা অত্যন্ত সাদামাটা জীবন যাপন করে এবং মোটা অঙ্ক দান করে। বাহ্যত তাদের অবস্থা দেখলে মনে হয়, তারা এত বড়ো অঙ্ক দেবার সামর্থ্য রাখে না, কিন্তু হাজার হাজার ডলার কিংবা সহস্র সহস্র পাউন্ড অথবা হাজার হাজার ইউরো তারা কুরবানী করে থাকেন। এই বস্তুবাদী জগতে, এসব দেশে বসবাস করে এত পরিমাণে (আর্থিক) কুরবানী করা অনেক বড়ো বিষয়। আর যেসব দরিদ্র দেশ রয়েছে, যেমন পাকিস্তান, ভারত বা আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের কথা যদি বলেন, সেখানে তো আহমদীদের আয়-উপার্জন খুবই স্বল্প। আর অনেক কষ্টেসৃষ্টে মানুষজন দিনাতিপাত করে। তবুও (তারা) কুরবানী করেই যাচ্ছেন। আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য গোপনে এবং প্রকাশ্যেও খরচ করেন। এই চেষ্টাই করেন আর সর্বদা এই চিন্তায়ই মগ্ন থাকেন যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেছেন,

اسی فکر میں رہتے ہیں روز و شب

کہ راضی وہ دلدار ہوتا ہے کب

(উচ্চারণ: ইসি ফিকর মেঁ র‍্যাহতে হ্যাঁয় রোয ও শাব, কেহ্ রাযী ওহ্ দিলদার হোতা হ্যায় কাব)

অর্থাৎ, **দিবারাত্রি তারা এই চিন্তায় মগ্ন থাকেন যে, কখন সেই প্রেমাস্পদ সন্তুষ্ট হবেন।**

অতএব, এরা সেসব মানুষ যারা সত্যিকার মুমিন এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তোষভাজন। কতক এমন মানুষ রয়েছেন, যখনই কোনো তাহরীক করা হয় অথবা যখন তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াকফে জাদীদের ঘোষণা প্রদান করা হয় তখন ঋণ করে হলেও চাঁদা পরিশোধ করেন। অথচ ঋণ নিয়ে চাঁদা দেওয়া আবশ্যক নয়। তাদের কোনো ভয় থাকে না। তারা জানে, আল্লাহ্ তা'লার পথে খরচ করছে তাই আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং (প্রয়োজন) পূর্ণ করে দেবেন।

কাজেই, আহমদীয়া জামা'তকে আল্লাহ্ তা'লা অনেক বড়ো বড়ো কুরবানীকারী দান করেছেন। অন্যদের মতো এমন নয় যে, পাঁচ-দশ টাকা দিয়ে শতবার মসজিদে ঘোষণা করাবে। এমন অনেক ঘটনা আমার সামনে আসে, যেখানে মানুষ প্রতিযোগিতামূলকভাবে (আর্থিক) কুরবানী করার জন্য এগিয়ে আসেন। এর মধ্যে আফ্রিকার দেশও রয়েছে, ইউরোপের দেশও রয়েছে এবং এশিয়ার দেশগুলোও রয়েছে। দরিদ্র লোকেরা অনেক বড়ো ত্যাগ স্বীকার করে চাঁদা প্রদান করেন। যদিও তাদের কুরবানী বাহ্যত অর্থের দিক থেকে বা অঙ্কের নিরিখে অনেক কম, কিন্তু ওজন বা মর্যাদার দিক দিয়ে আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে অনেক বড়ো কুরবানী। এরা সেসব মানুষ যাদের সম্পর্কে মহানবী (সা.) একস্থানে বলেছিলেন, **'এক দিরহাম সহস্র দিরহাম অথবা লক্ষ দিরহামকে ছাড়িয়ে গেছে'**। আর এই চেতনা দূর-দূরান্তে

বসবাসকারী দরিদ্র দেশসমূহের মানুষদের মধ্যেও রয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক কুরবানী করলে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সকল ভয়ভীতি থেকেও মুক্ত করেন এবং তাদের সকল চাহিদাও পূরণ করেন।

তানজানিয়ার আমীর সাহেব লিখেছেন, একজন নও আহমদী আব্দুল্লাহ্ সাহেব বলেন, চাঁদা দেবার দুটি উপকারিতা আমি লক্ষ্য করি। প্রথমত, এর পর আমার রোজগার বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয়ত, আমার একটি দোকান আছে;যখনই আমি ব্যবসা করি আমার দোকানের সব জিনিস খুব দ্রুত বিক্রি হয়ে যায়, তাড়াতাড়ি আমার দোকান খালি হয়ে যায়। পুনরায় নতুন মালপত্র নিয়ে আসি। এভাবে আমার মুনাফা হতে থাকে। তিনি বলেন, **আমি মনে করি, এসব কিছু আল্লাহ্ তা'লার রাস্তায় আর্থিক কুরবানী করারই ফসল**।

কাজাখিস্তানের এক ভদ্রলোক আছেন যাদা নউফ সাহেব, সর্বদা অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে চাঁদা দিয়ে থাকে। (তিনি) অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক, অবসরভাতা পান। পেনশন পাওয়ামাত্রই ত্বরিত কেন্দ্রে এসে চাঁদা প্রদান করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে চাঁদার বদৌলতে এত কল্যাণ দান করেছেন যে, আমার যে–সব কাজ আটকে থাকে তা-ও আল্লাহ্ তা'লা করিয়ে দেন। (এটি হলো তার ঈমানের অবস্থা!) তিনি বলেন, ব্যবসার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের জন্য একটি বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ আরম্ভ করি।আমার কাছে থাকা সমস্ত মূলধন আমি সেটিতে বিনিয়োগ করি। আমার অর্থ শেষ হয়ে যায় কিন্তু কাজ শেষ হয়নি। আমার একটি অ্যাপার্টমেন্ট ছিল। আমি ভাবছিলাম, সেটি বিক্রি করে তার অর্থ এখানে বিনিয়োগ করব আর এই নির্মাণকাজ সম্পন্ন করব। কিন্তু সেই অ্যাপার্টমেন্ট ক্রয় করার মতো কোনো গ্রাহক পাওয়া যাচ্ছিল না। বড়োই হতাশাজনক পরিস্থিতি ছিল। অবশিষ্ট যে অর্থ ছিল তা-ও শেষ হবার পথে ছিল। তিনি বলেন, আমি দোয়া করছিলাম আল্লাহ্ তা'লা যেন কোনো উপায়ে বরকত দেন আর আমি এই অর্থ পেয়ে যাই। অবশেষে আল্লাহ্ তা'লা এমন একজন গ্রাহক প্রেরণ করেন যে আমার সেই অ্যাপার্টমেন্টটি ক্রয় করে নেয় আর এ থেকে আমি যে অর্থ পাই তা সেই বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের কাজে বিনিয়োগ করি। অতঃপর তিনি বলেন, আমি আমার অ্যাপার্টমেন্ট তো বিক্রি করে দেই; কিন্তু এখন সমস্যা হলো, আমার বসবাসের জন্য নতুন কোনো বাড়ির সন্ধান করার প্রয়োজন ছিল আর সেটি আমি কীভাবে করব? কিন্তু সেই ফেরেশতা যাকে আল্লাহ্ তা'লা আমার নিকট পাঠিয়েছিলেন, তিনি আমাকে বলেন, আপনি কোনো চিন্তা করবেন না; আমার বাড়িতে ওঠার তেমন কোনো তাড়াহুড়ো নেই। আপনি সানন্দে এক বছরএ বাড়িতে থাকতে পারেন। তিনি বলেন, এভাবে আল্লাহ্ তা'লা আমার আবাসনের প্রয়োজনও পূর্ণ করে দেন আর আমার যে নির্মাণকাজ চলছিল তা-ও সম্পন্ন হয়ে যায়। আমি মনে করি, এ সবকিছুই চাঁদার বরকত এবং আল্লাহ্ তা'লার রাস্তায় কুরবানী করার ফল।

এরপর কাজাখিস্তান থেকে সেখানকার জামা'তের একজন কর্মকর্তা লেখেন, জামা'তের এক লাজনা সদস্যা বাইওয়া রোযা সাহেবা নিয়মিত তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা দিয়ে থাকেন। একদিন তিনি তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা আদায় করেন এবং তার মেয়ে যাতে একটি ভালো চাকুরি পায় সে জন্য দোয়ার আবেদন করেন। তিনি আমার কাছেও পত্র লেখেন। এই লোকদের খিলাফতের সাথে অনেক দৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে। রাশিয়া এবং তৎসংলগ্ন দেশসমূহ থেকে আমার নিকট অনেক পত্র আসে। তিনি বলেন, যেদিন চাঁদা আদায় করি তার পরদিনই তার ভালো একটি চাকুরি হয়ে যায়, অথচ ইতিপূর্বে তিনি হাজার চেষ্টা করেও কোনো সফলতা লাভ করতে পারছিলেন

না। এখন এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, আল্লাহ্ তা'লা তার ঈমানকে শক্তিশালী করার জন্য এমন বরকত দান করেন এবং এমন উপকরণ সৃষ্টি করেন যে, সেই অফিসের কর্তৃপক্ষ স্বয়ং তাকে ফোন করে বলে, আমরা আপনাকে চাকরি দিতে প্রস্তুত, আপনি চলে আসুন এবং তারা তাকে ভালো একটি চাকরি প্রদান করে। তিনি বলেন,এটি আমার জন্য এক মুজিযা (বা অলৌকিক নিদর্শন) ছিল আর আমি বিস্মিত যে, আল্লাহ্ তা'লা আশ্চর্যজনকভাবে এত দ্রুত আমাকে তাঁর অনুগ্রহে সিক্ত করেছেন।

ইউরোপের একটি দেশ জর্জিয়ার একজন মেডিকেল ছাত্র বলেন, আমাদের জামা'তে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেব সেখানে এক ছাত্রের কথা উল্লেখ করেন, যে গভীর আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে তাহরীকে জাদীদের চাঁদা আদায় করে। তিনি বলেন, আমি অনুভব করি যে, আমি তো একজন জন্মগত আহমদী আর সেই ছাত্র যার কথা উল্লেখ করা হচ্ছে সে তো মাত্র চার বছর আগে বয়আত করেছে; তথাপি আর্থিক কুরবানীতে এত অগ্রসর হয়ে গেছে! আমারও নিজের ওয়াদা বৃদ্ধি করা উচিত। আমি লজ্জিত হই। তিনি বলেন, সুতরাং আমি আমার ওয়াদা বৃদ্ধি করতে মনস্থ করি। তিনি আরো বলেন, প্রেসিডেন্ট সাহেব যখন আর্থিক কুরবানীর উপদেশ দিচ্ছেন তখন আমেলাতে একথাও উল্লেখ করা হয় যে, হযরত আবু বকর (রা.) কীভাবে কুরবানী করেছিলেন এবং নিজের সর্বস্ব দিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, এই দৃষ্টান্ত শুনে আমার হৃদয়ে আরো অধিক উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় আর আমার চেতনাবোধ জাগ্রত হয় যে, আমার অবশ্যই ওয়াদা বৃদ্ধি করা উচিত। আমার সামর্থ্য থাকুক বা না থাকুক, আমি কুরবানী করবই। তিনি বলেন, আমি আমার ওয়াদা এত পরিমাণে বাড়িয়ে লেখাই যে, এরপর আমার নিজেরই চিন্তা হচ্ছিল, এখন আমি এত চাঁদা কীভাবে আদায় করব? তিনি বলেন, এর জন্য আমি পার্টটাইম ট্যাক্সি চালানো আরম্ভ করি। আমি পড়াশোনার পাশাপাশি ট্যাক্সি চালিয়ে আমার ওয়াদা পূরণ করব। তিনি বলেন, এরপর থেকে এই কাজে আমি স্বাদ পেতে থাকি এই কথা ভেবে যে, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য এবং তাঁর খাতিরে কুরবানী করার জন্য আমি এ কাজ করছি, নিজের চাহিদা মেটানোর জন্য করছি না। তিনি বলেন, কখনো কখনো অবস্থা এমনও হতো যে, আমার কাছে গাড়িতে পেট্রোল ভরারও টাকা থাকত না, তখন আমি আমার পিতার কাছ থেকে টাকা ধার নিতাম এবং পরে কাজ করে তা পরিশোধও করে দিতাম আর আমি আমার চাঁদাও আদায় করতাম। এভাবে আমি আমার ওয়াদা পূর্ণ করে যাচ্ছিলাম। তিনি বলেন, অবশেষে আমি সেই ওয়াদা পূর্ণ করি যার কোনো আশাই ছিল না। আল্লাহ্ তা'লাই এই ওয়াদা পূর্ণ করার উপকরণ তৈরি করে দিয়েছেন।

জার্মানির রোডগাও জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেব বলেন, আমাদের জামা'তের যে লক্ষ্য ছিল তা আমরা পূর্ণ করেছি। বর্তমানে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা হচ্ছে। মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ সাহেব আমাদের বলেন যে, এর জন্য আমাদের আরো অর্থ একত্রিত করা উচিত এবং আমাদের এখানে সামর্থ্য আছে, মানুষের চাঁদা প্রদানের সামর্থ্যও আছে। একইভাবে আমাদের তাহরীকে জাদীদ খাতের কুরবানীতেও অগ্রসর হওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রেও আমাদের মানোন্নয়ন হতে পারে। তিনি বলেন, ২০১৯ সাল থেকে আমরা এদিকে অর্থাৎ আর্থিক কুরবানীর দিকে মনোযোগ দেয়া আরম্ভ করি। সেই সময় আমাদের চাঁদা ছিল কয়েক হাজার ইউরো আর বর্তমানে তা এতটাই বেড়েছে যে, লাখের ঘরে পৌঁছে গেছে। লোকেরা সানন্দে আর্থিক কুরবানী করছে। কিছু লোকের মাঝে এমনভাবে প্রেরণা জাগ্রত হয়েছে যে, কোনো কোনো ওয়াকেফে যিন্দেগী এই ঘোষণা করেছেন, আমরা আমাদের এক

মাসের ভাতা চাঁদা খাতে জামা'তে দিয়ে দেবো। এক ব্যক্তি বলেন, এটি চিন্তা করে আমি অত্যন্ত লজ্জিত হই যে, একজন ওয়াকেফে যিন্দেগী নিজের (এক মাসের) ভাতা দিয়ে দিচ্ছেন অথচ আমি তো অনেক টাকা উপার্জন করি, আমি কেন এমন বড়ো কুরবানী করতে পারব না? তাই তিনি বলেন, আমি যে টাকা পাই (অনেক বড়ো অঙ্ক ছিল) তা জামা'তে চাঁদা হিসাবে দিয়ে দেই। পরবর্তী বছর নিজের ওয়াদা আরো বৃদ্ধি করি, এমনকি দ্বিগুণ করে দেই, বরং দ্বিগুণের চেয়েও বাড়িয়ে দেই। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমি ভালো ভালো কাজ পেতে থাকি আর হাজার হাজার ইউরো (চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার ইউরো) পর্যন্ত আমি চাঁদা দেয়ার সৌভাগ্য লাভ করি। একই সাথে এর এই প্রভাব পড়ে যে, যেহেতু পুণ্য উপভোগ্য হয়ে ওঠে, খোদার জন্য আর্থিক ত্যাগ স্বীকারের প্রতি ভালোবাসা তৈরি হয়েছিল– তাই তিনি নিজের ব্যক্তিগত খরচ অনেক কমিয়ে দেন এবং নিজে সাধারণ পোশাক পরিধান আরম্ভ করেন আর সম্পূর্ণ সাদাসিধে জীবন অতিবাহিত করতে থাকেন এবং আর্থিক কুরবানীতে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। সেক্রেটারি মাল বলেন, আমরা আশ্চর্য হয়ে যেতাম যে, তার বাহ্যিক অবস্থা তেমন ভালো নয়, কিন্তু প্রচুর আর্থিক কুরবানী করেন। এতে একটি পুরাতন ঘটনাও আমার মনে পড়ছে। করাচিতে আমাদের শেখ মজিদ সাহেব নামে এক বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। তিনি অনেক আর্থিক কুরবানী করতেন এবং নিজের ঘরের প্রয়োজন মেটানোর জন্য সামান্য অর্থ রেখে বাকি টাকা সমস্ত খাতে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে চাঁদা হিসেবে দিয়ে দিতেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-র যুগে তিনি পবিত্র কুরআন শরীফ ছাপানোর জন্য এবং বাকি অন্যান্য খাতে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে কুরবানী করতেন আর এটিই বলতেন, আমি যে ব্যবসা করি তা তো জামা'তের জন্যই করি। অতএব আল্লাহ্ তা'লা এমন লোকও জামা'তে সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করছেন যারা উপার্জন করে জামা'তের প্রয়োজন পূরণ করার লক্ষ্যে, অর্থ জমানোর উদ্দেশ্যে নয়।

কাদিয়ানের উকিলুল মাল সাহেব লিখেছেন, কেরালার এক ব্যক্তি বলেন, আমার আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। কোনো কাজ পাচ্ছিলাম না। নিরুপায় হয়ে অবশেষে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, আর কিছু না হোক কাপড়ের ব্যাবসা আরম্ভ করব আর ফুটপাতেই একটি টেবিল বিছিয়ে কাজ শুরু করি এবং নিয়মিত চাঁদা দেয়া আরম্ভ করি। তিনি নিয়মিত হিসাব করে চাঁদা দিতেন। যে আয়ই হতো আল্লাহ্‌ও কৃপায় তাতে অনেক বরকত সৃষ্টি হয়। তিনি বলেন, এখন আমি অনেক মোটা অঙ্কের চাঁদা দেই। দুই-তিন বছরে ব্যাবসাও অনেক বিস্তৃত হয়েছে। যেখানে অন্যদের ব্যাবসা বিভিন্ন পরিস্থিতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতো, কিন্তু তার ব্যাবসায় আল্লাহ তা'লা ক্ষতির পরিবর্তে বরকত দিতে থাকেন।

এই হলো চাঁদা প্রদানের কল্যাণ। কেউ কেউ বলে, অমুক ব্যক্তিও কাজ করে, আল্লাহ্ তা'লা তার কাজে বরকত দিয়ে থাকেন। আর আমরাও কাজ করি, কিন্তু আমাদের কাজে এতটা বরকত হয় না। যদি উদ্দেশ্য ভালো হয় তাহলে আল্লাহ্ তা'লা ক্রমাগতভাবে কল্যাণমণ্ডিত করতে থাকেন। অতএব আহমদীদের জন্য লাভজনক বিষয় হলো, আল্লাহ্ তা'লা কুরবানী গ্রহণ করেন এবং এরই সাথে দোয়া কবুল করে থাকেন আর এর কল্যাণরাজিও প্রকাশ পেতে থাকে। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে আমি নিয়মিত যে চাঁদা প্রদান করতাম তার ফলাফল হলো, আমার ব্যাবসায় লাভ হতে থাকে। অন্যান্যদের অর্থনৈতিক অবস্থা পরিস্থিতির কারণে মন্দা যাচ্ছিল; কিন্তু তিনি বলেন, আমি তো কেবল কল্যাণই পেতে থাকলাম। বর্তমানে তাদের নিজেদের বড়ো বড়ো দোকান আছে। একসময় ফুটপাতে একটি ঠেলাগাড়ি নিয়ে বসতেন, টেবিল রাখা থাকত; সেখানে এখন বড়ো বড়ো দোকান এবং

শোরুমও রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে বর্তমানে তিনি লাখের কোটায় চাঁদা আদায় করেন। এ বছরই তিনি তাহরীকে জাদীদ খাতেও দশ লক্ষ রুপি আদায় করেছেন।

বাংলাদেশ থেকে একজন ভদ্রমহিলা লেখেন, আমি ওয়াকফে নও। চাঁদা আদায় করি, খুতবা শুনি। আল্লাহ্ তা'লা আমার মাঝে ঈমান সৃষ্টি করেছেন এবং আমি যে বৃত্তি পাই তা থেকে চাঁদা আদায় করি আর আল্লাহ্ তা'লা এতে এত বরকত দেন যা আমার ধারণার বাইরে।

একইভাবে সিরিয়ার এক ভদ্রলোক আলী সাহেব বলেন, আমি একজন নও-মোবাঈ। প্রথমবার তাহরীকে জাদীদের চাঁদার ওয়াদা করি। সাধ্যের চেয়ে অনেক বেশি ওয়াদা লিখিয়ে দেই। তারপর মনে মনে বলি, রোযার আগে আমি এ অর্থ জমা করব। চাকরি করতাম, কোনো চুক্তি ইত্যাদি ছিল না। সাধারণ কাজ ছিল, কার্টুন ইত্যাদি ডাবিং করতেন। তিনি বলেন, আমি চিন্তিত হলাম যে, কীভাবে আমি এ ওয়াদা পূর্ণ করব? আর এ চিন্তা করতে করতে একদিন তিনি ম্যানেজারের কাছে যান, তাকে সালাম দেন। তিনি কারো সাথে ফোনে কথা বলছিলেন, হাতের ইশারায় আমাকে এভাবে উত্তর দেন যে, পরে কথা বলছি। তিনি বলেন, আমি ক্যান্টিনে গিয়ে বসে যাই। সেখানে এই কোম্পানির ফাইন্যান্স অফিসার ছিল, সে আমার কাছে আসে এবং আমাকে তার সাথে যেতে বলে। একই সাথে সে বলে, ম্যানেজার আপনাকে এত টাকা দিতে বলেছেন। বেতন তখনো নির্ধারণ হয় নি কিন্তু ম্যানেজার নিজেই আমার কাজের হিসাব করে আমাকে এত টাকা দিয়ে দেয় আর সে অর্থ ততটুকুই ছিল যা থেকে আমি তাহরীকে জাদীদের চাঁদা আদায় করতে পারতাম। সে আমাকে এটিও বলে, অন্য কাউকে বলবে না, কেননা এ অর্থ কেবল তোমাকেই দেওয়া হচ্ছে। আর এভাবে আল্লাহ্ তা'লা নিজ অনুগ্রহে ধন্য করে থাকেন।

ক্যালগেরির এক ছাত্রী নিজের ঈমান দৃঢ় হবার ঘটনা এভাবে বর্ণনা করে; সে বলে, আমাকে সবাই বলত, ছাত্র অবস্থায় চাকরি পাওয়া কঠিন। আমি অনেক দোয়া করি এবং তাহরীকে জাদীদের প্রথম সারির চাঁদা প্রদানকারী যারা ছিলেন তাদের অন্তর্ভুক্ত হবার আবেদন করে বসি যা এক হাজার ডলার বা এর বেশি পরিমাণ ছিল। সে বলে, চাঁদা দেবার কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা আমার ওপর এমন অনুগ্রহ বর্ষণ করেন যে, তিন দিনের মধ্যে আমি চাকরি পেয়ে যাই এবং আমার এক সেমিস্টারও নষ্ট হয় নি আর আমি টাকাও পেয়ে যাই। এতে লোকেরাও আশ্চর্যান্বিত ছিল।

আফ্রিকার কিছু গরিব দেশ রয়েছে। গিনি কোনাক্রির মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব লেখেন, সেখানকার একটি জামা'তের প্রেসিডেন্ট আব্দুল্লাহ্ কামারা সাহেব বলেন, আমি আহমদীয়াত গ্রহণ করার পর নিয়মিত চাঁদা দেওয়া আরম্ভ করি। তিনি বলেন, এ বছর আমার যে ওয়াদা ছিল তাতে চল্লিশ হাজার ফ্রাঙ্কের ঘাটতি ছিল। স্থানীয় মুয়াল্লিম সাহেব যখন চাঁদা আদায়ের পর ফেরত যাচ্ছিলেন তখন একথা বলে যান, এত পরিমাণ ঘাটতি আছে। তিনি বলেন, আমার খুবই লজ্জা হয়। আমি বাড়ি ফেরত আসি। ঘরের নিত্যপ্রয়োজনের জন্য যে অর্থ রেখেছিলাম তা থেকে আদায় করে দিলাম। তিনি বলেন, পরের দিনই আল্লাহ্ তা'লা আমাকে যেভাবে তা ফেরত দেন তা হলো, আমার কাছে এক ব্যক্তির ফোন আসে; তিনি বলেন, অমুক সময় আমি তোমাকে দিয়ে কাজ করিয়েছিলাম এবং পারিশ্রমিক না দিয়েই চলে গিয়েছিলাম। আর এজন্য আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী। এখন আমাকে বলো, তুমি কী নিতে চাও? তিনি বলেন, আমি তাকে বললাম, সেসময় যে পারিশ্রমিক তুমি প্রদান করো নি তা যদি এতদিন পর এখন (প্রদান করতে চাও) তবে আমার একটি মোটর সাইকেল ক্রয় করা প্রয়োজন আর ঘরের নির্মাণ করাচ্ছি তা সম্পন্ন করতে হবে। এজন্য আমার অর্থের প্রয়োজন। সে আমাকে

দ্রুত পরিশোধ করে (বলল), এটি তোমার পারিশ্রমিক। তিনি বলেন, অথচ আমি জানি যে এটি আমার পারিশ্রমিক থেকে বহুগুণ বেশি ছিল। তিনি বলেন, এভাবে আল্লাহ্ তা'লা কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে আমাকে স্বীয় কৃপায় ধন্য করেছেন। আর আমি মনে করি, এ সবকিছু চাঁদার কল্যাণে হয়েছে।

সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকের মুবাল্লিগ ইনচার্জ বর্ণনা করেন, ঈসা সাহেব আমাকে বলেন, জীবনে আমি বহু সমস্যায় জর্জরিত ছিলাম। ঘরের অবস্থাও ভালো ছিল না। ভাবছিলাম, জামা'তের কাছে ঋণের আবেদন করব। একদিন তাহরীকে জাদীদ ও আল্লাহ্ তা'লার রাস্তায় কুরবানী করা সম্পর্কিত বক্তব্য শুনি, যে আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে আট আনা প্রদান করে আল্লাহ্ তা'লা তাকে তা দশ গুণ বৃদ্ধি করে ফেরত প্রদান করেন। তিনি বলেন, আমি (মনে মনে) বললাম, আমিও এ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চাই। সেদিন থেকেই চাঁদা পরিশোধ করা শুরু করে দেই আর আল্লাহ্ তা'লা যে ব্যবহার করেন তা হলো, তুরস্কের এক ব্যাবসায়ী যিনি হীরার ব্যাবসা করতেন, আমাকে তার প্রতিষ্ঠানে চাকরি প্রদান করেন। আর আমার অবস্থা ক্রমাগত ভালো হতে থাকে। এখন আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে আমি নিজ ঘরও নির্মাণ করেছি, বাহন হিসেবে নতুন মোটর সাইকেলও ক্রয় করেছি। পূর্বে মোটর সাইকেল মেরামত করার টাকাও আমার কাছে থাকত না। আর শুধুমাত্র দরিদ্র দেশগুলোতেই ঈমানে সমৃদ্ধ লোক রয়েছে– এমনটি নয়। প্রত্যেক স্থানের দৃঢ় ঈমানের অধিকারী লোকেরা এরূপ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে। যারা সদিচ্ছা নিয়ে আল্লাহ্ তা'লার জন্য কুরবানী করার ইচ্ছা পোষণ করে ও কুরবানী করে, তারা এসব মু'জিযা প্রত্যক্ষ করে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর কোনো মু'জিযা দেখিয়ে তা সে ধনী বা গরিব দেশের অধিবাসীই হোক না কেন, তাদেরকে ধর্মের ক্ষেত্রে সুদৃঢ় করার ব্যবস্থা করেন, তাদের ঈমানে দৃঢ়তা সৃষ্টি করেন।

আমেরিকার একজন সেক্রেটারি তাহরীকে জাদীদ লেখেন, ডালাস জামা'তের একজন কলেজ পড়ুয়া খাদেম দুপুরের খাবারের জন্য পিতামাতার নিকট থেকে টাকা পেত। সে যুবক বলে, আমি ভাবলাম, আমার প্রতি আল্লাহ্ তা'লার অনেক অনুগ্রহ রয়েছে; প্রতিদিন বাহিরের খাবার খেতে পারি। এ অর্থ অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা উচিত। এটি ভেবে আমার মনে হলো, তাহরীকে জাদীদের চাঁদা আদায় করবো। সুতরাং সে সেই অর্থ তাহরীকে জাদীদ খাতে প্রদান করে আর নিজে সামান্য সিরিয়াল ইত্যাদি খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করে। সে বলে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপা এমনভাবে হয় যে, পরীক্ষায় আমার ফলাফল খুবই ভালো হয় আর আমার জীবনেও প্রশান্তি আসে। যেদিন থেকে আমি খাবার কম খাওয়া শুরু করি সেদিন থেকে দৈহিকভাবেও এক প্রশান্তি অনুভূত হতে থাকে। সে আরো বলে, আমি মনে করি, আল্লাহ্ তা'লা যার ঈমান বৃদ্ধি করতে চান তার ঈমানে বৃদ্ধি ঘটান। আর আমি মনে করি, এটি আমার জীবনের সবচেয়ে উত্তম সিদ্ধান্ত ছিল যে, আমি আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে কুরবানীর প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করেছি।

অতঃপর বেলজিয়াম থেকে জনৈক এক ভদ্রমহিলা নিজ কুরবানী সম্পর্কে লেখেন, আমি চাকরির সন্ধানে ছিলাম। কয়েক জায়গায় আবেদন করি। অভিজ্ঞতার অভাবে সব জায়গার আবেদন প্রত্যাখ্যাত হতো। এটি বলা হতো যে, তোমার অভিজ্ঞতা নেই। তিনি বলেন, তাহরীকে জাদীদের আর্থিক বছর শেষ হচ্ছিল। আমি ভাবলাম, যদিও আমি নিজের ওয়াদা পূরণ করেছি, কিন্তু আল্লাহ্র জন্য যদি আরো কুরবানী করি তাহলে হতে পারে আল্লাহ্ কৃপা করবেন আর আমার যত সমস্যা রয়েছে সেসব থেকে মুক্তি দেবেন। তিনি বলেন, এরপর আমি চাঁদা বৃদ্ধি করি এবং অতিরিক্ত টাকা আদায় করি। এরপর কয়েকদিনের মাঝেই

দুই জায়গা থেকে চাকরির প্রস্তাব আসে। আর যেখানে তার ইচ্ছা ছিল সেখানেই তার চাকরি হয়ে যায় এবং এই কর্মস্থল ঘর থেকে কেবল কয়েক মিনিটের দূরত্বে। তিনি বলেন, আমার জন্য এটি অলৌকিক এক নিদর্শন ছিল। এরকম অনেক ঘটনা আছে যেগুলো আল্লাহ তা'লা মানুষের ঈমান দৃঢ় করার জন্য প্রদর্শন করে থাকেন। অন্যরা যখন এসব দেখে ও জানতে পারে তখন তাদের মাঝেও কুরবানীর অনুপ্রেরণা তৈরি হয়।

জামা'তে এমনও অনেক মানুষ আছে যারা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ মোতাবেক গোপনে কুরবানী করে। লোকচক্ষুর আড়ালে কুরবানী করে এবং এটি বলে, এর খবর যেন কেউ না জানে; বরং অনেক মানুষ এমনও আছে, এক স্থানের সেক্রেটারি মাল সাহেব লেখেন, সেখানকার মুরব্বী সাহেব লিখেছেন, আমি জামা'তের মিশন হাউজের চিঠির বাক্স খুললে সেখানে একটি খাম দেখতে পাই যাতে এক হাজার ইউরো ছিল আর একটা চিরকুটে লেখা ছিল, তাহরীকে জাদীদের চাঁদা; নাম ঠিকানা কিছুই ছিল না।

সেক্রেটারি মাল সাহেব আরো লেখেন, এক ব্যক্তি হাজার হাজার টাকার কুরবানী করেন এবং তিনি লেখেন, আমার নাম প্রকাশ করবেন না। আপনার জানা আছে, আমি দিয়ে দিয়েছি– এটিই যথেষ্ট; কিন্তু কোথাও ঘোষণা দেবেন না যে, আমি এই চাঁদা দিয়েছি। অতএব এ ধরনের লোকও আল্লাহ্ তা'লা জামা'তকে দান করেছেন, যারা কুরবানীও করে থাকেন আর এতে উন্নতিও করতে থাকেন। জার্মানিতে মানুষ পঞ্চাশ হাজার ইউরো করে চাঁদা দিয়েছে এবং কখনো প্রকাশ করেন নি আর এটিই চেষ্টা থাকে যেন নাম প্রকাশ না পায়। এমন লোক আফ্রিকাতেও রয়েছে, ইউরোপেও রয়েছে, আমেরিকাতেও রয়েছে। এটি আল্লাহ্ তা'লার কৃপা, যেভাবে আমি বলেছি, এই বস্তুবাদী দুনিয়ায় যখন চারিদিকে মানুষ নিজের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করতে ব্যস্ত, সেখানে আল্লাহ্ তা'লা জামা'তকে এমন ত্যাগী মনমানসিকতা দান করছেন যারা প্রতিযোগিতামূলকভাবে কুরবানী করার বাসনা রাখে।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) যখন তাহরীকে জাদীদের সূচনা করেন তখন যেভাবে বলেছিলেন, সাদাসিধে জীবনযাপন করো, যেমনটি আমিও বলেছি; আজ এযুগে গোটা জগৎ যখন হইচই, চাকচিক্য এবং লৌকিকতায় মত্ত আর আত্মপ্রচারে লিপ্ত, সবাই চায় যেন মানুষ তাদের সম্পর্কে জানতে পারে– সেখানে বর্তমান যুগেও অনেক এমন দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, মানুষ সাদাসিধে জীবন কাটাচ্ছে আর চুপিসারে কুরবানী করে যাচ্ছে, যার কিছু দৃষ্টান্ত আমি উপস্থাপন করেছি।

এমন অগণিত দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে আসে। আজ যেমনটি আমরা জানি, তাহরীকে জাদীদের নতুন বছরের ঘোষণা হয়ে থাকে; আজ আমি ঘোষণা দেবো। এই ঘোষণা মাসের প্রথম সপ্তাহে হয়ে থাকে। যেহেতু এক তারিখ জুমুআ ছিল, তাই আজ দ্বিতীয় জুমুআতে ঘোষণা করছি। এজন্যই আমি কুরবানীকারীদের কথা উল্লেখ করেছি। আল্লাহ্ তা'লার অনেক বড়ো কৃপা, বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীতে কেবল আহমদীয়া জামা'তের সদস্যরাই 'ইউনফিকুনা আমওয়ালাহুম বিল-লাইলে ওয়ান-নাহার'-এর প্রকৃত সত্যায়নকারী সাব্যস্ত হচ্ছে। সত্যিকার অর্থে দিনরাত কুরবানী করছে আর যেভাবে আমি বলেছি, দিবানিশি কুরবানীর ধারবাহিকতা বিরাজমান। আহমদীয়া জামা'ত পৃথিবীর সকল প্রান্তে বিস্তৃত। আজ ২২০টি দেশে আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠিত আর সর্বত্র কুরবানীকারীদের এমন দৃষ্টান্ত আমাদের চোখে পড়ে। এ মুহূর্তে আমি যখন খুতবা দিচ্ছি তখন কোথাও রাত কোথাও দিন, কিন্তু সকলেই এই খুতবা শুনছেন আর আহমদীয়া জামা'ত একটি ঐক্যবদ্ধ উম্মতের দৃষ্টান্ত তুলে ধরছে। অতএব এ বিষয়টিই আহমদীয়া জামা'তকে সবার মাঝে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়ে থাকে। এই জিনিসটিই, এই

কুরবানীই, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করার এই আকাঙ্ক্ষাই জামা'তের উন্নতির কারণ হয়, আর যতদিন পর্যন্ত এই অবস্থা জামা'তের সদস্যদের মাঝে বিরাজমান থাকবে– ইনশাআল্লাহ্ তা'লা, জামা'তকে আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপায় ভূষিত করতে থাকবেন। আমি যেসব উদাহরণ উপস্থাপন করেছি, যার অধিকাংশ কতক নও মোবাঈনের অথবা যুবকদের। আল্লাহ্ তা'লা এই উদ্দীপনা আজও মানুষের মাঝে সৃষ্টি করে চলেছেন। আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, এই যুগ অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগ হলো হেদায়াত প্রচারের যুগ, এর পরিপূর্ণতার যুগ, জগতে ইসলামের শিক্ষা বিস্তৃত করার যুগ। এ কারণে মহানবী (সা.) মুহাম্মদী মসীহ্র আগমনের বিষয়ে আমাদেরকে অবগত করেছিলেন। অতএব আমরা মহানবী (সা.)-এর শিক্ষাকে– যে হেদায়াত তিনি এনেছিলেন, যার পূর্ণতা আল্লাহ্ তা'লা তাঁর হাতে করিয়েছেন– এর প্রচারের পূর্ণতার জন্য এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছেন। অতএব আমরা যদি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে এই কাজ করতে থাকি তাহলে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং আমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করতে থাকবেন। কোনো ধরনের ভয়ভীতি ও দুঃখকষ্ট ছাড়াই আমরা আমাদের জীবন অতিবাহিত করতে পারবো। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সকল ভয়ভীতি থেকে মুক্ত করবেন, আমাদের সকল দুঃখকষ্ট থেকে মুক্ত করবেন, আমাদের সমস্যাদি দূর করে দেবেন, আমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করে দেবেন। আর এ বিষয়টিই অর্জনের লক্ষ্যে প্রত্যেক আহমদীর চেষ্টা করা উচিত– আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি আমাদের অর্জন করতে হবে। যেভাবে আমি উদাহরণ দিয়েছি যে, যেসব আহমদী এই বিষয়গুলো বোঝে, তাদের ওপর আল্লাহ্ তা'লা কৃপাবারি বর্ষণ করেছেন। ইসলামের তবলীগের যে কাজ হচ্ছে, এর বরকতে এসকল কুরবানী প্রদানকারীরা কল্যাণ লাভ করছে। যেখানেই বয়আত হয় অথবা জামা'তের প্রকাশনায় ব্যয় হয়, জামা'তের তবলীগে ব্যয় হয়, জামেয়ার পেছনে ব্যয় হয়– এই সকল ব্যয় ঐসকল চাঁদা প্রদানকারীদেরও সেই পুণ্যের ভাগী করছে আর আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে কল্যাণমণ্ডিত করে থাকেন।

এখন আমি তাহরীকে জাদীদের কিছু তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করছি যেভাবে প্রতি বছর উপস্থাপন করা হয়ে থাকে এবং এর ফলে চিত্র সুস্পষ্ট হয়। সবশেষে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তাহরীকে জাদীদের নব্বইতম বছর শেষ হয়েছে আর একানব্বইতম বছরে আমরা পদার্পণ করেছি। তাহরীকে জাদীদের বছরগুলোর বিষয়ে এ বিষয়টিও স্পষ্ট করে দেওয়া প্রয়োজন যে, দফতর আউয়াল (তথা প্রথম রেজিস্টার)-এর ৯১তম বছর, দফতর দোওম (তথা দ্বিতীয় রেজিস্টার)-এর ৮১তম বছর, দফতর সোওম (তথা তৃতীয় রেজিস্টার)-এর ৬০তম বছর, দফতর চাহারম (তথা চতুর্থ রেজিস্টার)-এর ৪০তম বছর, দফতর পাঞ্জম (তথা পঞ্চম রেজিস্টার)-এর ২১তম বছর। প্রত্যেক উনিশ বছর পর নতুন দপ্তরের সূচনা হতো আর দফতর শিশম (তথা ষষ্ঠ রেজিস্টার)-এর দুই বছর পূর্বে সূচনা হয়েছিল অর্থাৎ বিগত বছর। এখন নিষ্ঠাবান সদস্যদের যারা তাহরীকে জাদীদে চাঁদা দেওয়া আরম্ভ করবে তারা ষষ্ঠ রেজিস্টারে গণ্য হবেন; যারা বিগত বছর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন, তারাও।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামা'তসমূহের তাহরীকে জাদীদ খাতে ১ কোটি ৭৯ লক্ষ ৮০ হাজার পাউন্ড কুরবানী করার সৌভাগ্য হয়েছে, বিগত বছরের তুলনায় এটি ৭ লক্ষ ৭৯ হাজার পাউন্ড বেশি। জার্মানি জামা'ত এ বছর প্রথম স্থান অধিকার করেছে। জার্মানির আমীর সাহেব দুশ্চিন্তায় থাকতেন, বরং বলা চলে এখনও তিনি দুশ্চিন্তার মাঝে আছেন যে, তাহরীকে

জাদীদের চাঁদাবৃদ্ধির কারণে অন্যান্য চাঁদার ক্ষেত্রে ঘাটতি দেখা দেবে। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তার আস্থা রাখা উচিত। তাহরীকে জাদীদে কুরবানীর ফলে অন্যান্য চাঁদায় আল্লাহ্ তা'লা বরকত দেবেন, ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'লা জার্মানি জামা'তের নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করুন। মুদ্রামান অস্থিতিশীল হওয়া সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে কুরাবানীর ক্ষেত্রে জামা'তগুলো অগ্রসর হওয়ার প্রমাণ দিয়েছে। কানাডা এবং আমেরিকাও 'ফাসতাবিকুল খায়রাত' (অর্থাৎ পুণ্য কাজে তোমরা একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করো)– নির্দেশ অনুসারে প্রতিযোগিতা করে থাকে। বিগত বছর কানাডা উল্লেখযোগ্য আদায় করে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছিল, এ বছর আমেরিকা তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে। দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে যুক্তরাজ্য। যদিও (আমেরিকা ও কানাডা) দুই দেশের মাঝে ব্যবধান খুবই কম; আরেকটু চেষ্টা করলে কানাডা পুনরায় ওপরে উঠে আসতে পারবে। যাহোক সামগ্রিক অবস্থান হলো এরূপ: প্রথম জার্মানি, দ্বিতীয় যুক্তরাজ্য, আমেরিকা তৃতীয়, চতুর্থ স্থানে কানাডা, এরপর মধ্যপ্রাচ্যের একটি জামা'ত, ছয় নম্বরে ভারত, সপ্তম অস্ট্রেলিয়া, অষ্টম ইন্দোনেশিয়া, এরপর মধ্যপ্রাচ্যের আরেকটি জামা'ত আর দশম স্থানে ঘানা।

মুদ্রার দৃষ্টিকোণ থেকে মাথাপিছু চাঁদা প্রদানের ক্ষেত্রেও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় চাঁদা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মাথাপিছু আদায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে আমেরিকা প্রথম স্থানে, এরপর সুইজারল্যান্ড দ্বিতীয় স্থানে, তৃতীয় যুক্তরাজ্য, চতুর্থ কানাডা, পঞ্চম অস্ট্রেলিয়া। আরো কিছু জামা'ত রয়েছে যারা কর্মকাণ্ডের দৃষ্টিকোণ থেকে উল্লেখযোগ্য যার মাঝে রয়েছে বাংলাদেশ, নাইজেরিয়া, হল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড ও মধ্যপ্রাচ্যের কিছু দেশ। বাংলাদেশের দেশীয় এবং জামা'তের অবস্থা খুবই সংকটপূর্ণ; বরং কতিপয় আহমদীকে অকারণে মামলা দিয়ে গ্রেফতার করা হচ্ছে যে, তারা নাকি বিগত সরকারের সহযোগী ছিল, অথচ এমন কথা ঠিক নয়। বিরোধীরা আহমদীদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, অনেকের বাড়িঘর এ বছর দ্বিতীয়বারের মতো পোড়ানো হয়েছে। তাদেরকে মারধোরও করা হয়েছে, কিন্তু তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের পরিস্থিতি উন্নত করুন এবং তাদের নিষ্ঠা ও ঈমান ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি করুন। বাংলাদেশের জন্যও দোয়া অব্যাহত রাখুন।

আফ্রিকার দেশগুলোতে আদায়ের দিক থেকে প্রথম স্থানে ঘানা, এরপর যথাক্রমে মরিশাস, বুরকিনা ফাসো, এরপর নাইজেরিয়া, তানজানিয়া, বেনিন, গাম্বিয়া, লাইবেরিয়া, সিয়েরা লিওন, উগান্ডা– এ দশটি জামা'ত রয়েছে।

অংশগ্রহণকারীদের সর্বমোট সংখ্যা ১৬ লক্ষ ৮১ হাজার। এছাড়া আরো অনেক রিপোর্ট এসে পৌঁছে নি। বুরকিনা ফাসোর কিছু এলাকার রিপোর্ট আসে নি। সেখানকার পরিস্থিতি ভালো নয়, যোগাযোগ করা যায় নি; কিন্তু তা সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে কুরবানীকারীর সংখ্যা বিগত বছরের তুলনায় পঞ্চাশ হাজার বৃদ্ধি পেয়েছে। আর সংখ্যা বৃদ্ধিতে যে সমস্ত জামা'ত উল্লেখযোগ্য তারা হলো নাইজেরিয়া, কঙ্গো ব্রাজভিল, নাইজার, গাম্বিয়া, কঙ্গো কিনশাসা, ক্যামেরুন, গিনি কোনাক্রি, গিনি বিসাও, উগান্ডা এবং সিয়েরা লিওন।

জার্মানির প্রথম দশটি জামা'ত হলো রোডগাও, রোডারমার্ক, ওসনাব্রুক, পিনেবার্গ, নিডা, কোলোন, মাহদীয়াবাদ, ফ্লোরসহেইম, নুইস, উনগারটান। এমারত জামা'তগুলোর মাঝে হামবুর্গ প্রথম। এরপর ক্রমানুসারে ফ্রাঙ্কফুর্ট, ডিটসেনবাখ, গ্রসগেরাও, উইযবাদেন, মরফিলডেন, ওয়ালড্রফ, রিডস্টেড, রাসেলহেইম, ডার্মস্টাড ও মানহেইম।

যুক্তরাজ্যের প্রথম পাঁচটি রিজিওন-এর মাঝে ইসলামাবাদ প্রথম, এরপর ক্রমানুসারে বায়তুল ফুতুহ্, মসজিদে ফযল, মিডল্যান্ডস, বায়তুল এহসান।

দশটি বড়ো জামা'তের মাঝে উস্টার পার্ক প্রথম, ফার্নহাম দ্বিতীয়, ইসলামাবাদ তৃতীয়, (এরপর যথাক্রমে) সাউথ চিম, ওয়ালসল, অ্যাশ, জিলিংহাম, ব্র্যাডফোর্ড নর্থ, ইয়োল, অল্ডারশট সাউথ।

সমষ্টিগত আদায়ের দিক থেকে আমেরিকার জামা'তগুলোর মাঝে মেরিল্যান্ড প্রথম। এরপর ক্রমানুসারে নর্থ ভার্জিনিয়া, লস এ্যাঞ্জেলস, সিয়াটল, শিকাগো, ডেট্রয়েট, সাউথ ভার্জিনিয়া, ডালাস, সিলিকন ভ্যালি, অশকোশ, নর্থ জার্সি, হিউস্টন ও সেন্ট্রাল জার্সি।

আদায়ের দিক থেকে কানাডার স্থানীয় এমারতগুলোর মাঝে প্রথম স্থানে রয়েছে ভন, এরপর যথাক্রমে ক্যালগেরি, পিস ভিলেজ, ব্র্যাম্পটন ওয়েস্ট, ভ্যাঙ্কুভার, টরন্টো ওয়েস্ট, ব্র্যাম্পটন ইস্ট ও টরন্টো।

উল্লেখযোগ্য জামা'তগুলোর মাঝে– (পূর্বেরগুলো ছিল এমারত, এখন এগুলো জামা'তের নাম বলা হচ্ছে)। জামা'তগুলোর মাঝে হ্যামিল্টন মাউন্টেন প্রথম; এরপর যথাক্রমে হ্যামিল্টন ওয়েস্ট, হাদীকায়ে আহমদ, হ্যামিল্টন, ব্র্যাডফোর্ড ইস্ট, ওটাওয়া ওয়েস্ট, ওটাওয়া ইস্ট, মন্ট্রিয়াল ওয়েস্ট, রেজাইনা, মন্ট্রিয়াল ইস্ট, মার্কহাম, লয়েডমিনস্টার ও স্যাডবারি।

পাকিস্তানে সার্বিক আদায়ের দিক থেকে প্রথম স্থানে আছে লাহোর, এরপর রাবওয়া, এরপর করাচি। চরম প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও এখানে আমরা উন্নতি লক্ষ্য করছি। বিরোধিতা সত্ত্বেও জামা'তের কুরবানী ঊর্ধ্বমুখী। মানুষের ব্যাবসাবাণিজ্যে প্রভাব পড়েছে, চাকরিবাকরিতেও প্রভাব পড়েছে। কিন্তু ঈমানের দৃঢ়তার বলে (বলীয়ান হয়ে) কুরবানীতে উন্নতি সাধন করে যাচ্ছে। অনেক মানুষ যারা ভালো উপার্জনশীল ছিল, তারা দেশান্তরিত হয়ে বাইরে চলে গেছেন, কিন্তু তবুও তারা যথেষ্ট কুরবানী করেছেন, অনেক বড়ো কুরবানী করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা সেখানেও জামা'তকে বিরুদ্ধবাদীদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন এবং নিজ সুরক্ষায় সুরক্ষিত রাখুন। পাকিস্তানের শহরের জামা'তগুলোর মাঝে জেলাভিত্তিক কুরবানীকারী জেলাসমূহ হলো যথাক্রমে ফয়সালাবাদ, গুজরাত, গুজরানওয়ালা, সারগোদা, উমরকোট, হায়দ্রাবাদ, সিয়ালকোট, হাফেযাবাদ, কোটলী, আজাদ কাশ্মীর, খুশাব।

আর আদায়ের ভিত্তিতে পাকিস্তানের অধিক কুরবানীকারী শহুরে জামা'তগুলো হলো দারুয যিকর লাহোর, আল্লামা ইকবাল টাউন লাহোর, বায়তুল ফযল ফয়সালাবাদ, আযীযাবাদ করাচি, মুগলপুরা লাহোর, গুজরানওয়ালা শহর, কোয়েটা, লোধরাঁ, রাহীম ইয়ার খান, করীম নগর ফয়সালাবাদ।

ছোট জামা'তগুলোর মাঝে খোখার গারবী, গোট শরীফাবাদ, চুয়েন্ডা, সানঘার, খারিয়াঁ, বাদিন, পাণ্ডি ভাগো, দারুল ফযল কুনরী, খায়েরপুর এবং চাকওয়াল।

ভারতের দশটি বড়ো প্রদেশগুলোর মাঝে কেরালা প্রথম স্থানে, এরপর ক্রমানুসারে তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, উড়িষ্যা, কর্ণাটক, জম্মু ও কাশ্মীর, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, দিল্লী। আর শীর্ষ দশটি জামা'তের মাঝে এক নম্বরে হায়দ্রাবাদ, দুই নম্বরে কাদিয়ান, (এরপর যথাক্রমে) কালিকট, কোয়েম্বেটুর, মিঞ্জরি, মেলাপালায়াম, বেঙ্গালুরু, কোলকাতা, কেরেঙ্গ, কেরোলাই।

অস্ট্রেলিয়ার জামা'তগুলো হলো- মেলবোর্ন লং ওয়ারেন, মার্সডেন, মেলবোর্ন বেরউইক, পার্থ, পেনরিথ, অ্যাডিলেড ওয়েস্ট, মেলবোর্ন ক্লাইড, মেলবোর্ন ইস্ট, ক্যাম্পবেল টাউন, ক্যানবেরা। আল্লাহ্ তা'লা তাদের কুরবানীসমূহ কবুল করুন।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, চাঁদা প্রদানের সূচনা এই জামা'ত থেকেই হয় নি, অর্থাৎ শুধু আমি চাঁদার সূচনা করি নি। বরং আর্থিক প্রয়োজনের সময় নবীদের যুগেও চাঁদা একত্রিত করা হতো। একটা সেই যুগ ছিল যখন চাঁদার জন্য সামান্য ইঙ্গিত করা হলে পুরো ঘরের অর্থ নিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। মহানবী (সা.) বলেছেন, সাধ্য অনুযায়ী দেওয়া উচিত, আর তাঁর (সা.) উদ্দেশ্য ছিল– কে কতটুকু আনে তা লক্ষ্য করা। আবু বকর (রা.) সমস্ত অর্থসম্পদ নিয়ে উপস্থাপন করলেন এবং হযরত উমর (রা.) অর্ধেক সম্পদ আনলেন। তিনি (সা.) বললেন, তোমাদের পদমর্যাদায় এটাই পার্থক্য।

তিনি (আ.) বলেন, পূর্বেও সম্মানিত সাহাবীদের শেখানো হয়েছিল, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ (সূরা আলে ইমরান-৯৩) এতে চাঁদা দেবার ও অর্থ ব্যয় করার প্রতি তাগাদা ও ইঙ্গিত রয়েছে। এই অঙ্গীকার আল্লাহ্ তা'লার সাথে অঙ্গীকার, একে পূর্ণ করা উচিত। এর বিপরীত করলে খেয়ানত (অবিশ্বস্ততা) করা হয়।

আরেক স্থানে তিনি (আ.) বলেন, একজন মানুষ দ্বারা কিছু হয় না। সম্মিলিত সাহায্যে কল্যাণ হয়। বড়ো বড়ো রাষ্ট্রগুলোও চাঁদাতেই চলে। পার্থক্য হলো, পার্থিব রাষ্ট্রগুলো বলপূর্বক কর প্রভৃতি আরোপ করে আদায় কওে, আর এখানে আমরা ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার ওপর ছেড়ে দেই। চাঁদা দিলে ঈমানে উন্নতি হয় আর এটি ভালোবাসা ও নিষ্ঠার কাজ।

আরেক স্থানে তিনি (আ.) জামা'তকে সুসংবাদ দিতে গিয়ে বলেন, তোমাদের জন্য সুসংবাদ, নৈকট্যপ্রাপ্তির ময়দান শূন্য। প্রত্যেক জাতি জগতের ভালোবাসায় আচ্ছন্ন আর সেই বিষয় যাতে খোদা সন্তুষ্ট হন সেই দিকে জগতের ভ্রুক্ষেপ নেই। সেসব লোক যারা পূর্ণ প্রচেষ্টায় এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে চায় তাদের জন্য সুযোগ, যেন তারা নিজেদের যোগ্যতা প্রদর্শন করে এবং খোদার পক্ষ থেকে বিশেষ পুরস্কার লাভ করে। এটা কখনো মনে কোরো না যে, খোদা তোমাদের বিনষ্ট করবেন। তোমরা খোদার হাতের এক বীজ বিশেষ যা জমিতে বপন করা হয়েছে। খোদা বলেন, এই বীজ বৃদ্ধি পাবে এবং প্রস্ফুটিত হবে এবং প্রত্যেক দিক দিয়ে এর শাখা-প্রশাখা নির্গত হবে এবং এক বিশাল বৃক্ষে পরিণত হবে। সুতরাং কল্যাণমণ্ডিত তারা যারা খোদার কথায় ঈমান রাখে এবং মধ্যবর্তী পরীক্ষাসমূহে বিচলিত হয় না।

আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে এই বিষয়টিকে লোকেরা বুঝেছে এবং কুরবানী করে যাচ্ছে এবং তাঁর অনুগ্রহ অর্জন করছে। আল্লাহ্ তা'লা করুন আমরা যেন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর প্রত্যাশা অনুযায়ী কুরবানীর ক্ষেত্রে অগ্রসর হই। আথির্ক কুরবানীতেও এবং নিজেদের আধ্যাত্মিক অবস্থাতেও উন্নতি অব্যাহত রাখি। আল্লাহ্ তা'লার সাথে নিজেদের সম্পর্ক উন্নতকারী হই এবং শুধুমাত্র আর্থিক কুরবানীতে নয়, আমরা যেন সর্বাবস্থায় নিজেদের সে ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারি যা একজন প্রকৃত মুসলমানের দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে। আর যখন এমনটি হবে তখন ইনশাআল্লাহ্ তা'লা আমরা আমাদের নিজেদের চোখে জামা'তের উন্নতি দেখব এবং পূর্ব থেকে বেশি আমরা জামা'তের উন্নতি দেখতে থাকব, ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে আল্লাহ্ তা'লার কৃপাসমূহ আমরা দেখতে থাকব এবং শত্রুদের ব্যর্থতা ও বিফলতা আমরা নিজেদের চোখে দেখতে থাকব। আল্লাহ্ তা'লা সেই দিনও আনুন যেন আমরা তা অচিরেই দেখতে পারি। যারা আর্থিক কুরবানী করেছেন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে প্রতিদান দিন এবং তাদের ধনসম্পদ ও জনসংখ্যায় সমৃদ্ধি দিন আর আগামীতে তারা নিজেদের জীবন উন্নত থেকে উন্নততর ভাবে অতিবাহিত করুন এবং নিজের

সন্তানসন্ততি ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাধ্যমে চোখের স্নিগ্ধতা লাভ করুন, আর তারা নিজেরাও যেন আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জনের ক্ষেত্রে পূর্বের চেয়ে বেশি অগ্রগামী হয়। আল্লাহ্ তা'লা করুন যেন এমনটিই হয়।

নামাযের পর আমি দুটি জানাযা পড়াবো; একটি উপস্থিত জানাযা, যেটি মুকাররমা আমিনা চাকমাক সাহি সাহেবার; তিনি মরহুম মোবারক সাহি সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। তিনি তুর্কি বংশোদ্ভূত ছিলেন; সম্প্রতি ৭৫ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ওসিয়্যতকারী ছিলেন। তুরস্কের ইস্তাম্বুলের বাসিন্দা ছিলেন। বিলাল শামস সাহেবের মাধ্যমে যখন তিনি সেখানে শিক্ষা অর্জন করছিলেন তখন তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার প্রতি তার পরিপূর্ণ বিশ্বাস ছিল। আর এই কারণেই তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। খুবই পুণ্যবতী মহিলা ছিলেন। তিনি নিজেই তার আত্মজীবনীতে লেখেন, আমি ইস্তাম্বুলের প্রথম আহমদী নারী ছিলাম। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-র সাথে তিনি পত্রালাপ আরম্ভ করেন এবং ঈমান ও বিশ্বস্ততায় তিনি আরো উন্নতি করতে থাকেন। এমটিএ-র সম্প্রচার আরম্ভ হলে তিনি সুযোগ পেয়ে নিজের মাতাকে নিজের আহমদীয়াত গ্রহণের কথা বলেন এবং তাকেও দাওয়াত দেন। আর তার মাতাও আহমদী হয়ে যান। এরপর নিজের বোন মোহতরমা সামা সাহেবা যিনি মেহমেত তান্দরিস অন্দ্রে সাহেবের স্ত্রী ছিলেন, তাকেও দাওয়াত দেন এবং তিনিও বয়আত করে নেন, আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় তারপরে তার পুরো পরিবাওে আহমদীয়াত ছড়িয়ে পড়ে। মরহুমা ১৯৯০ সালে ওসিয়্যত করেন আর এভাবে তিনি নেযামে ওসিয়্যতে অংশগ্রহণকারী তুরস্কের প্রথম নারী ছিলেন। পরবর্তীতে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে তাকে সদর লাজনা তুরস্ক নির্ধারণ করলে তিনি তুরস্কের প্রথম সদর লাজনা হবারও সম্মান লাভ করেন। এমটিএ দেখার সময় তিনি এই বাসনা রাখতেন যেন তিনি নিজে এর অনুবাদ করতে পারেন। যখন এই বাসনা তিনি প্রকাশ করেন তখন ১৯৯৫ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) তাকে যুক্তরাজ্যে ডাকেন এবং এই দায়িত্ব তার স্কন্ধে অর্পিত হয়। তারপর তিনি তুর্কি ভাষায় অনুবাদ করা শুরু করেন। ১৯৯৬ সালে তিনি তার জীবন ওয়াকফ করেন। এভাবে তিনি ইসলাম ও আহমদীয়াতের জন্য জীবন উৎসর্গকারী প্রথম তুর্কি নারী হয়ে যান। তার একটি লেখা পাওয়া গেছে যেখানে তিনি লিখেছেন, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে, আমার জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ইসলাম ও আহমদীয়াতের সেবা করে যাব। এটি তিনি আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় উত্তমভাবে পালন করেছেন। আর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি জামা'তের সেবাই করে যাচ্ছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) তাঁর হেফাযতে খাসের সদস্য মোবারক সাহি সাহেবের প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর আমিনা সাহেবার সাথে তার বিয়ে দিয়ে দেন। মোবারক সাহেবের এবং এই আত্মীয়তার দায়িত্বও তিনি উত্তমরূপে পালন করেছেন, তার সন্তানদেরও তিনি খেয়াল রেখেছেন। তুর্কি ভাষায় কুরআনের অনুবাদও তিনি করেছেন। এছাড়া অন্যান্য বইপুস্তক এবং খলীফাদের খুতবার অনুবাদও করেছেন।

তার বোন জামাই মেহমেত অন্দ্রে সাহেব তার গুণের কথা বলতে গিয়ে বলেন, খুবই দানশীল মহিলা ছিলেন; তার জ্ঞান ও প্রফুল্লচিত্ততা এবং আধ্যাত্মিকতা খুবই উল্লেখযোগ্য ছিল। বিশেষভাবে আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ ছিলেন। ইসলাম ও আহমদীয়াতের সেবায় অনেক অগ্রগামী ছিলেন। পকেটে অর্থ যা-ই থাকত তা জামা'তের জন্য খরচ করে

দিতেন। ইস্তাম্বুলে তার মায়ের সাথে থাকা সত্ত্বেও তার ঘরকে জামা'তের অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহার করতেন। তার মায়ের মৃত্যুর পর সেই ঘর নিয়মিত মসজিদ হিসেবে ব্যবহার হতে থাকে আর তা তিনি জামা'তের জন্য দান করে দেন। নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায় করতেন, ফজর নামায পর্যন্ত পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করতেন। শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত নিজ ওয়াকফের অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন আর সর্বদা বলতেন, আমরা ইমাম মাহদীকে অনেক বিলম্বে চিনেছি এবং গ্রহণ করেছি, আর এজন্য আমাদের কাছে নষ্ট করার মতো সময় নেই, আমাদেরকে অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হবে। খিলাফতের সাথে সর্বদা বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল আর বলতেন, নিজেদের ব্যক্তিগত সমস্যাদি যুগ খলীফার কাছে উপস্থাপন করে তাঁকে চিন্তিত করার প্রয়োজন নেই, বরং নিজেই এর সমাধান করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন আর মর্যাদা উন্নীত করুন।

দ্বিতীয়টি গায়েবানা জানাযা, নরওয়ের মাহমুদ আহমদ আইয়াজ সাহেবের, যিনি রাবওয়ার নায়ের ইশায়াত খালেদ মাসউদ সাহেবের বড়ো ভাই ছিলেন; সম্প্রতি তিনি মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুম ওসিয়্যতকারী ছিলেন আর শোক সন্তপ্ত পরিবারে এক স্ত্রী ও পুত্র রেখে গেছেন। বিভিন্ন সময়ে জামা'তের সেবা করার তিনি সৌভাগ্য পেয়েছেন। দীর্ঘসময় পর্যন্ত নরওয়ে জামা'তের সেক্রেটারি উমুরে খারেজা হিসেবে কাজ করেছেন। বিভিন্ন সময়ে নরওয়ে জামা'তের ভারপ্রাপ্ত আমীর হিসেবেও দায়িত্ব পালনের তৌফিক পেয়েছেন। কিছু সময় রাবওয়াতে ওয়াকফ করার তৌফিক লাভ করেন। অতঃপর হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) নরওয়ের অবস্থার প্রেক্ষাপটে তাকে সেখানে পুনরায় পাঠিয়ে দেন আর বলেন, সেখানেই কাজ করুন। জামা'তের বইপুস্তকের ওপর অনেক অভিজ্ঞতা রাখতেন। কলেজের প্রাথমিক বছরগুলোতে অন্যান্য পুস্তকের পাশাপাশি তফসীরে কবীর পাঠ সমাপ্ত করেছিলেন। অর্থাৎ যুবক বয়সেই পাঠ করে ফেলেছিলেন। ধর্মীয় পুস্তক এবং জামা'তের পত্রিকাসমূহ নিয়মিত পড়তেন। খিলাফতের সাথে বিশ্বাস এবং ভালোবাসা তার অন্তরাত্মার সাথে মিশে ছিল। অত্যন্ত সাদা মনের, নরম হৃদয়ের অধিকারী এবং বিশ্বস্ত মানুষ ছিলেন। সর্বদা সময় মতো ও সঠিক হারে চাঁদা প্রদানকে গুরুত্ব দিতেন। ছাত্রাবস্থায় নেযামে ওসিয়্যতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। নিষ্ঠার সাথে নামায, রোযা এবং নফল আদায়কারী ছিলেন। আল্লাহ্‌র অধিকার ও বান্দার অধিকার আদায়কারী ছিলেন। তার মাঝে বিনয় এবং নম্রতা উল্লেখযোগ্য ছিল। সবসময় গাম্ভীর্য ও দৃঢ়তা প্রতীয়মান হতো। তার ভিতর ও বাহির পরিষ্কার ছিল। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন। এই জানাযাও উপস্থিত জানাযার সাথেই হবে।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)